সমকাল
৩০ SEP 2013
পৃ: ১৭ কলাম: ২

# ৪২ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষ ৩৯টি!

■ বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে ৪২ হাজার শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষ মাত্র ৩৯টি। শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে পাঠদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বসার জায়গা পান না। অনেক সময় বারান্দায় দাঁড়িয়েই ক্লাস করতে হয়। অনুষদভিত্তিক আলাদা ভবন না থাকায় ক্লাসরুমগুলোকে অফিস হিসেবে ব্যবহারের কারণে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

সমকালের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এ কলেজের সম্মান শ্রেণীর ৭৫ জন শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচটি প্রধান সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শ্রেণীকক্ষের সংকটকেই 'এক নম্বর সমস্যা' হিসেবে উল্লেখ করেন। অনেকে স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল না থাকা, অপর্যাপ্ত সেমিনার কক্ষ, ছাত্রাবাস থেকেও না থাকা এবং ছাত্র সংসদ অকার্যকর রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেন।



**শিক্ষার্থী বাড়ছে, কিন্তু শ্রেণীকক্ষ বাড়ছে না :** ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজে এক দশক আগেও মাত্র ১২টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু ছিল। এখন ২২টি করা হয়েছে। একই সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি পাস কোর্স, অনার্স ও মাস্টার্সে শিক্ষার্থী কয়েকগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজার; কিন্তু কলেজটিতে বাড়েনি ভবন ও শ্রেণীকক্ষ। কলেজের নতুন ভবনে মাস্টার্স, অনার্স ও পাস কোর্সের জন্য কমপক্ষে ৭০টি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন। রয়েছে মাত্র ৩৯টি। একইভাবে পুরনো ভবনে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক, মাত্র ১০টি কক্ষ রয়েছে। দু'বছর আগে ক্যাম্পাসের পশ্চিম অংশে বহুতলবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ শুরু করা হলেও তার কাজ চলছে ঢিমেতালে।

ভবন সংকটের কারণে অনার্স কোর্সের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীকেই ক্লাসে বসার জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না। সেখানে পাস কোর্সের আরও সাত হাজার ছাত্রছাত্রীর ক্লাস তো দূরের কথা, ভবনের ভেতরে তাদের দাঁড়ানোরও জায়গা থাকে না। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, প্রতি সপ্তাহে অনার্স ও পাস কোর্স মিলিয়ে তাদের অন্তত ২০টি ক্লাস নেওয়ার কথা। ভবন সংকটের কারণে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না।

ভবন সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করতে না পারায় তাদের অভিভাবকরাও ক্ষুব্ধ। শহরের সেউজগাড়ি এলাকার বাসিন্দা আবদুর রউফ ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, 'আমার মেয়ে দু-তিন দিন পর প[র] কলেজে যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, রুমের অভাবে নিয়মিত ক্লা[স] হয় না। আবার যেদিন ক্লাস হয়, সেদিন আগেভাগে যেতে না পারলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়।'

শ্রেণীকক্ষ স্বল্পতার পাশাপাশি শিক্ষক সংকটও রয়েছে কলেজটিতে। এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, ওই প্রতিষ্ঠানে ২২টি বিভাগে শিক্ষকের মোট ২৪৪টি পদ সৃষ্টি[র] সুপারিশ করা হয়েছে। সেখানে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে ১৮৪টি পদ অর্থাৎ শিক্ষকের ৬০টি পদ এখনও সৃষ্টিই করা হয়নি। তার ওপর বর্তমানে কলেজটিতে প্রভাষকের ২২টি পদ শূন্য রয়েছে।

**হোস্টেল থেকেও নেই :** কলেজের নতুন ভবনে অবস্থিত ২২৫ আসনের তিনটি ছাত্র হোস্টেল চার বছর ধরে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো সত্ত্বেও সেগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে না। হোস্টেলে সিট না পেয়ে দূর থেকে আসা ছাত্রদের ক্যাম্পাসের আশপাশে মেসে থাকতে গিয়ে বেশি ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

**ছাত্র সংসদ নেই :** সর্বশেষ ১৯৯৬ সালের পর থেকে কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না। কোনো কমিটিও নেই। এ কারণে কলেজে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে। তার পরও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ছাত্র সংসদ ফি আদায় করা হতো। দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা দায়েরের পর থেকে কর্তৃপক্ষ ফি আদায় বন্ধ রেখেছে।

**অধ্যক্ষ যা বলেন :** সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. দীপকেন্দ্রনাথ দাস শ্রেণীকক্ষ সংকটের কথা স্বীকার করেছেন। সমকালকে তিনি বলেন, 'সংকট নিরসনের জন্য নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। সেটি শেষ হলে অনেকটাই সমাধান হবে।' অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সব সমস্যার হয়তো সংকট রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের চেষ্টা রয়েছে।' ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বন্ধ হোস্টেলগুলো আমরা খুলে দিতে চাই। সেগুলো খুলে দিলে নানা অজুহাতে নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি করা হতে পারে। আমরা চাই না, ২৫০ থেকে ৩০০ আসনের জন্য হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভোগান্তি হোক।'